সংবাদ

তারিখ ... 9 SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ......

শিক্ষিত সবার প্রতি প্রধানমন্ত্রী

অন্তত একটি করে শিশুকে অক্ষরজ্ঞান দিন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্তত একটি করে শিশুকে অক্ষরজ্ঞান দিয়ে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের জন্য সব শিক্ষিত মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ছাত্ররা বিশেষ করে তাদের ফাইনাল পরীক্ষার পর নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই দায়িত্ব পালন করতে পারে।

গতকাল ওসমানী মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০০৯-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। বাসস্ [illegible] প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ডা. মো. আফছারুল আমীন এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন এমপি এবং

শিশুকে : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৬

শিশুকে : অক্ষরদান

(১ পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব বদরুল আলম তরফদার। এবারের নিরক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে : 'সাক্ষরতা ও ক্ষমতায়ন'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষের জীবনকে প্রকৃত অর্থে মানবিক, আলোকিত ও অর্থবহ করতে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সরকার দেশের জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তুলে আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, শিক্ষার প্রথম সোপান হচ্ছে সাক্ষরতা। আর শিক্ষিত জনগোষ্ঠী হচ্ছে দেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। শিক্ষাই মানুষের সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারে। অন্য কোনভাবে তা সম্ভব নয়। সাক্ষরতা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং সরকারের গৃহীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, মেধা, মনন ও প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের ফলে মানব সভ্যতা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু সভ্যতার এ আলো সর্বত্র সমানভাবে পৌঁছেনি। এটা আমাদের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তিনি জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই।' আর সুশিক্ষাই হচ্ছে সেই সোনার মানুষ তৈরির একমাত্র হাতিয়ার। এই সত্যকে উপলব্ধি করেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণ করেছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি, জাতির জনককে ঘাতকের হাতে নিহত হতে না হলে আমাদের দেশ এতদিনে নিরক্ষরতামুক্ত হতো। কিন্তু ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে জাতির সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে দেয়নি। আমরা জাতির জনকের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর এবং কর্মসূচি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৯৯১ সালে আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ৩৫ ভাগ। ১৯৯৬ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর, আমরা তা ৬৪ শতাংশে উন্নীত করতে পেরেছিলাম। আমরা ২০০৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছিলাম। কিন্তু গত ৭ বছরে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩ ভাগে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, তার সরকার ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যালয় গমন উপযোগী শিশুদের স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করতে চায়। এ ব্যাপারে তিনি সম্মিলিত প্রয়াসের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধানমন্ত্রী গত নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর দেশে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ করে বলেন, গতকাল কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। এই রিপোর্ট ওয়েবসাইটে দেয়া হবে। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের সর্বস্তরের মানুষ ওয়েবসাইটে শিক্ষানীতির ওপর তাদের মতামত জানাতে পারবে। তাদের মতামত বিশ্লেষণ করে শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করা হবে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি যে সুপারিশমালা পেশ করেছে তা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক ও আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, এদেশে গণতন্ত্র বারবার ব্যাহত হওয়ায় অন্যান্য খাতের মতোই শিক্ষাখাতও ধারাবাহিকভাবে প্রত্যাশিত ও স্থিতিশীল সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তবে আশার কথা যে, সে প্রচেষ্টা থেমে নেই। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হতে বঞ্চিতদের শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো' সম্পূরক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখেছে। ব্যুরো কাজ করছে বেসরকারি সংস্থাগুলোর মাধ্যমে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছে। তিনি বলেন, তার সরকার ২০১৪ সালের মধ্যেই সে লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় এবং আশা প্রকাশ করেন, ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যালয় গমনোপযোগী সব শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ, 'ঝরেপড়া' রোধ এবং প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্য অর্জিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা উল্লেখ করে বলেন, অর্জিত সাক্ষরতা ধরে রাখা এবং দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ জোরদার করার লক্ষ্যে 'মানব উন্নয়নে সাক্ষরতা উত্তর অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২' বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন, বিভাগীয় শহরগুলোয় কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের সাক্ষরতা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা এবং তাদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য 'হার্ড টু রিচ' দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প চালু রয়েছে। এছাড়া সুবিধাবঞ্চিত ও ঝরেপড়া শিশুদের জন্য 'রস্ক' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দুর্গম ও পার্বত্য অঞ্চলসহ সারাদেশে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতার আওতায় আনার জন্য আরও তিনটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, তাঁদের সরকার দিন বদলের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রায় ৮ মাস হলো দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে। একই সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পড়েছে দীর্ঘ সাত বছরের অপশাসন ও ব্যর্থতাজনিত সমস্যা দূর করা। এ প্রসঙ্গে তিনি সব ধরনের প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন-ভাতায় সমতা আনার কথাও উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষাকে বেগবান করার লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করার তার সরকারের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'দেশকে আমরা নিরক্ষরতার হাত থেকে মুক্ত করতে পারব ইনশাআল্লাহ।'

তিনি আশা প্রকাশ করেন, শিক্ষার আলো সম্প্রসারণে সম্মিলিত প্রয়াসে আলোকিত হবে শিক্ষার আলোহীন প্রতিটি অন্ধকার ঘর।